অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ড

আল্লাহ তায়ালা নবী ﷺ এর প্রতি শরীয়ত অবতীর্ণ করে মানব জাতিকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান দিয়েছেন। মানব রচিত বিধানের বিপরীতে শরীয়ত হল ত্রুটিমুক্ত ও অমোঘ ঐশী বিধান। এর মর্যাদা ও নিষ্কলুষতায় কোন রকম সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমরা এই কিতাবে কিছুই বাদ দেই নি।" [আন'আম: ৩৮] অনুরূপভাবে, তিনি বলেন, "সৎকাজ কর।" [হাজ্জ: ৭৭] আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছুই আদেশ করেন তা ভাল ও কল্যাণকর এবং এর ফলাফলে অনুতাপের কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহ তায়ালা তার এই বাণীতে- সামরিক ও বে-সামরিক-নির্বিশেষে সকল মুশরিককে[১] হত্যা করার আদেশ করেছেন, "অতঃপর, মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর।" [আত তাওবাহ: ৫] এরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে রাসূল ﷺ এর এই কথায়, "আমি মানবকু-লের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" [বুখারী ও মুসলিম, ইবন উমর হতে বর্ণিত] শরীয়তের অন্যান্য বিধানের ন্যায় মুশরিকদের হত্যার সাধারণ নিয়মেরও কিছু ব্যতিক্রম আছে, মহিলা ও শিশু হত্যার বিষয়টি যার অন্তর্গত। কোন এক অভিযানে রাসূল ﷺ জনৈক মহিলাকে মৃত দেখতে পেয়ে তিরস্কার করেন এবং মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।" [বুখারী ও মুসলিম, ইবন উমর হতে বর্ণিত] আর এর মাধ্যমে এই বিষয়ের উপর মূলনীতি তুলে ধরেন। এই মূলনীতি ব্যাখ্যা করে ইমাম শাফেঈ رحمه الله বলেন, "এ প্রসঙ্গে আমাদের মতামত হল -আর আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন- এই ব্যতিক্রমের ফলে তারা দাসে পরিণত হবে, যা তাদের হত্যা চেয়ে বেশি কল্যাণকর।" [আল উম] এই কথার সমর্থনে রাসূল ﷺ এর হাদিস হল, "আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন: খোশ-গল্প, অতিরিক্ত প্রশ্ন আর সম্পদের অপচয়।" [বুখারী ও মুসলিম, আল মুগীরা ইবন শু'বা হতে বর্ণিত] চুক্তি বহির্ভূত কাফিরদের নারী ও সন্তানগণ সম্পদ – আর তাদের হত্যা করা হলে সম্পদের অপচয় করা হবে।

অবশ্য নারী-শিশু হত্যা না করার এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। মুসলিমদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই যে, হত্যা আর জিনার মত অপরাধ করলে মহিলারাও

১ বিস্তারিত জানতে দেখুন, "কাফিরদের রক্ত হালাল, তাই তা প্রবাহিত করুন" – রুমিয়্যাহ ১।

মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য। একইভাবে, যেসব নারী ও শিশু মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয় তারাও সেই নিষেধের আওতায় পড়ে না। অন্যকথায়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়া নারী ও শিশুদের হত্যা করা নাজায়েজ নয় - বরং তা ওয়াজিব। ইবন বাত্তাল বলেন, "অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, যুদ্ধে অংশ নেয়া নারী ও শিশুদের হত্যা করতে হবে, এই মতপোষণকারীগণ হলেন মালিক, আল লাইস, আবু হানিফা, আস সাওরী, আওযা'ই, আশ--শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক, আবু সাওর।" [শারহ সহীহ আল বুখারী]

এর নিদর্শন রাসূল ﷺ এর সিরাতে পাওয়া যায়, তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়া নারীদের হত্যা করেন। বনু কুরায়জার দিনে সাহাবী খাল্লাদ ইবন সুওয়াইদকে আল হাকাম আল কুরাজীর ইহুদী স্ত্রী বুনানা হত্যা করে। ফলে রাসূল ﷺ তাকে তলব করেন এবং খাল্লাদ ؓ এর রক্তের প্রতিশোধ নিতে তার শিরশ্ছেদ করতে আদেশ করেন। [তারিখ আল তাবারী] অনুরূপভাবে, মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূল ﷺ ইবন খাতালের দুই গায়িকাকে তাদের মনিবসহ হত্যা করার আদেশ দেন। কারণ তারা কাফিরদের সমর্থনে রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করত। [সিরাত ইবন হিশাম] তাই দেখা যাচ্ছে, শত্রুতাপূর্ণ যুদ্ধ কেবল শারীরিক ভাবে অংশ নেয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার সমর্থনে যেকোন ধরনের বড় প্রয়াস তাতে অংশ নেয়ার সামিল।[২]

যেসব নারী ও শিশু যুদ্ধে অংশ নেয় না বা হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়, তাদের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, তাদেরকে ঢালাওভাবে হত্যা করা যাবে না, অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে তাদেরকে সরাসরি টার্গেট করা যাবে না। তবে, কাফির পুরুষদের থেকে যদি তাদের পৃথক করা না যায় বা আলাদাভাবে তাদের চিহ্নিত করা না যায়, পুরুষদের পাশাপাশি তাদেরকে হত্যা করা জিহাদের ক্ষেত্রে জায়েজ, যেহেতু রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবাদের অনুসৃত আক্রমণের নীতি ও তাদের ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের ধরনে তার উদাহরণ পাওয়া যায়।

এ কথা স্মরণে রেখে, অভিযান পরিচালনার জন্য সবচেয়ে উত্তম সময় হল, রাত কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে সুবহে সাদিকের সময় বাছাই করা, যেহেতু তখন শত্রুরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। সেসময় সহজেই তাদের ঘরে প্রবেশ করা যায়, কারণ তখন আলো থাকে না আর পুরুষদেরকে নারী ও শিশুদের থেকে সহজে আলাদা করা যায় না। বস্তুত, আল্লাহর সুন্নাহ হল দিনে কিংবা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তার শত্রুদের ওপর আঘাত হানা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌঁছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়।" [আরাফ: ৪]

রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় সাহাবাগণও সেরূপ অভিযান পরিচালনা করতেন। আসসাব ইবন জাছছামাহ বলেন, "আবওয়া অথবা ওয়াদ্দানে রাসূল ﷺ আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে এক অঞ্চলের লোকদের ওপর রাতের বেলায় অভিযান পরিচালনার কথা বলা হয়, যাতে তাদের নারী ও শিশুগণ নিহত ও আহত হয়। তিনি বলেন, তারা তাদের থেকে।" [বুখারী ও মুসলিম]

আল খাত্তাবি বলেন, "তাঁর বাণী 'তারা তাদের থেকে' বলতে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের হুকুম বুঝায়। তাই কাফিরের ছেলে কাফির হিসেবেই গণ্য করা হবে। তিনি একথা দিয়ে এটা বুঝান নি যে, ঢালাওভাবে সন্তানের রক্ত ঝরানো বৈধ। পুরুষদের সাথে একত্রে থাকার কারণে তারা যদি হতাহত হয়, তবে তাদের হত্যায় কোন দোষ নেই। রাসূল ﷺ নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, যদি তা ঢালাওভাবে করা হয় আর পুরুষদের থেকে যদি তারা পৃথক অবস্থায় থাকে।" [আ'লাম আল হাদীস]

আত-তাহাবী বলেন, "যেহেতু রাসূল ﷺ নারী-শিশুর হতাহতের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে অভিযান পরিচালনা করতে মানা করেন নি, যদিও তাদের আলাদাভাবে গণহারে হত্যা করা নাজায়েজ ছিল, এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এই বর্ণনা দিয়ে যা বৈধ করা হয়েছে তার অর্থ প্রথম বর্ণনায় যা নিষেধ করা হয়েছে তার অর্থ থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ, প্রথম বর্ণনায় নারী ও শিশুদের আলাদাভাবে হত্যা নিষেধ করা হয়েছে, তবে মুশরিক লোকদের আলাদাভাবে হত্যা চেষ্টা করা বৈধ, যদি বা তাতে আলাদাভাবে যাদের হত্যা নিষেধ করা হয়েছে তাদের মৃত্যু ঘটে।" [শারহ মা'নি আল আছার]

কাফির নারী ও শিশুদের হত্যার বিধান প্রসঙ্গে আশ--শাফেঈ রহ. বলেন, "রাসূল ﷺ আলাদা করে ব্যক্তিগতভাবে তাদের হত্যা নিষেধ করেন যখন তাদের অবস্থান জানা থাকে।[৩] যদি প্রশ্ন করা হয় তার দলিল কী, তবে বলতে হবে স্বয়ং তার অভিযান আর অভিযান পরিচালনার আদেশই তার প্রমাণ বহন করে। যারা অভিযান পরিচালনা করে তারা নারী ও শিশুদের ওপর আক্রমণ এড়াতে পারে না। আর তাঁর কথা, 'তারা তাদের থেকে' বলতে বুঝায় যে, তাদের হত্যার জন্য কোন কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই। তারা ইসলাম বা কোন চুক্তি দ্বারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নয় এবং মুসলিমদের মাঝে এতে কোন দ্বিমত নেই-আমি যতদূর জানি-কেউ যদি কোন অভিযানে তাদের বিকলাঙ্গ করে সেজন্য কোন কাফফারা নেই।" [আল উম]

অধিকন্তু, হিজরতের প্রথম বছরে, এমনকি স্বয়ং রাসূল ﷺ এর সময়েও অবরোধ যুদ্ধে পাথরের গোলা -আরবিতে যাকে বলে মিনজিনিক- ব্যবহার করা হত। অবশ্যই, সেই গোলা -যা আজকের দিনের মিসাইল আর বিস্ফোরককের সমতুল্য- যেখানে আঘাত হানত সেখানে কোন বাছ-বিচার

২ এর অন্তর্গত ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য র‍্যালিতে অংশ নেয়া, লবিং করা, প্রচারণা চালানো, ভোট দেয়া, ফান্ড সংগ্রহ করা।

৩ অর্থাৎ, যখন তারা পুরুষদের থেকে আলাদা ও পৃথক থাকে, যেহেতু তিনি অন্যত্র ব্যাখ্যা করেন যে, রাসূল ﷺ আলাদা অবস্থায় থাকাকালীন ঢালাওভাবে তাদের হত্যা নিষেধ করেছেন আর যা তদ্রূপ নয় সেক্ষেত্রে হত্যার অনুমতি দিয়েছেন"। [আর-রিসালাহ]

করত না। যদিও লক্ষ্য থাকে শত্রু পক্ষের পুরুষ, শহর কিংবা ব্যারাক-দেয়াল, যা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে গোলার আঘাতে ধ্বংস হয়। যারা সেই গণ্ডির মধ্যে থাকে তারা কেউই গোলার আঘাত থেকে নিরাপদ নয়। সিরাত বিষয়ে আলিমগণ বর্ণনা করেন যে, মক্কার নিকট তায়েফ শহর আক্রমণের সময় রাসূল ﷺ প্রথম গোলার ব্যবহার করেন। [সিরাত ইবন হিশাম] অনুরূপভাবে, 'আমর ইবনুল 'আস মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে অভিযানের সময় গোলার ব্যবহার করেন। [ইবন কুদামাহ: আল মুঘনী]

পরিশেষে, আমাদের কাফির নারী ও শিশুদের অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না" [আল মায়েদাহ: ৬৮] বরং আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা তার যথাযথ ন্যায় বিচার ও মহান প্রজ্ঞাবলে তাদের মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন।[৪] তাছাড়া আস সা'ব এর হাদিসে রাসূল ﷺ অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের জন্য কোন অনুশোচনা করেননি আর ঐ অভিযানে তাদের হত্যার জন্য দায়ীগণকে সামান্য তিরস্কারও করেননি। সেহেতু, কারও জন্য কাফিরদের সমাগমে -সামরিক বা বেসামরিক- যেখানে কাফির নারী ও শিশু সংখ্যাধিক্য থাকে, টার্গেট করা থেকে বিরত থাকা সমীচীন নয়। সুতরাং, মুজাহিদের উচিত, কাফিরদের ভিড়ে পাশাপাশি হত্যাযজ্ঞ সত্ত্বেও, আল্লাহর দ্বীনের সেবায় অনুমোদিত সীমার মধ্যে থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা।[৫]

ক্রুসেডার ভূমিতে ওৎ পেতে থাকা খিলাফাহর সৈনিকদের আল্লাহ তায়ালা বারাকাহ দিন এবং সেখানে তাদেরকে ক্রুস-উপাসকদের ব্যাপক ধ্বংস সাধন করার তৌফিক দিন, আমিন।

---

৪ মনে রাখা উচিত যে, কাফিররা অগণিত মুসলিম নারী ও শিশু হত্যা করেছে। যদি কাফিররা একজন মুসলিম নারী বা শিশুও হত্যা না করত, তথাপি নারী ও শিশুদের পাশাপাশি হত্যাযজ্ঞ সত্ত্বেও, কাফিরদের সমাগমে টার্গেট করা বৈধ, কারণ আস সা'ব এর বর্ণিত হাদীস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫ জিহাদের ঘটনা পরিক্রমায় সম্প্রতি ফ্রান্সে সংঘটিত হামলা পাশাপাশি হত্যাযজ্ঞের এক সুন্দর ও বরকতময় উদাহরণ। মুজাহিদ মুহাম্মাদ লাহুয়াইএজ বৌহলেল প্রাসাদ 'আলিম' ও নপুংসক 'সংস্কারকদের' খোঁড়া অজুহাত দ্বারা তাঁর সংকল্প টলতে দেননি, বরং আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রেখে রাসূল ﷺ এর সুন্নাহর অনুসরণ করেন (আস সা'ব এর বর্ণিত হাদীস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়)।তিনি অপবিত্র খৃস্টানদের বড় সমাবেশে ঢুকে পড়েন, অতঃপর ডজন খানেক ক্রুসেডার নাগরিক হত্যা ও অগণিত সংখ্যক আহত করার পর শাহাদাহ লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কবুল করুন এবং তাদেরও যারা সৎকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন। আমিন।